প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের বিরাজমান সমস্যা ও তার সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিটিএমএ কর্তৃক আয়োজিত (৯-৮-২০১১) সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ'র প্রেসিডেন্ট জাহাঙ্গীর আলামিনের বক্তব্য

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত বন্ধুগণ,
আমার সহকর্মী ও
বিটিএমএ'র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম,

পবিত্র মাহে রমজানে কষ্ট করে আমাদের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতির পরিচালনা পর্ষদ এবং সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও ক্লোদিং দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। **এছাড়াও কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এ দু'টি খাতের অবদান কৃষি ও জনশক্তি খাতের পরই।** এ অবদান ও অর্জনের পেছনে প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের (PTS) অবদান সিংহভাগ। **PTS মূলতঃ ৩৭৭টি স্পিনিং, ৭০৫টি উইভিং ও ২৩১টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং মিলের সমন্বয়ে গঠিত। এরই প্রেক্ষিতে PTS-এ বর্তমানে একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ই-ন্ড্রী রয়েছে। এখাতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ৩০,০০০ কোটি টাকার উপর, যা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারী খাতের মধ্যে কোন একটি খাতে এককভাবে সর্বোচ্চ।**

সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আপনারা জানেন প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরে একটি সংগঠিত ও কার্যকর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ই-ন্ড্রী থাকার কারণে আমাদের তৈরী পোশাক শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়নি, যা অব্যাহত আছে। এর মূল কারণ হচ্ছে PTS কর্তৃক রপ্তানিমুখী **নীট ও ওভেন পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় সুতা ও বস্ত্রের চাহিদার যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ শতাংশ সরবরাহে সক্ষমতা অর্জনের জন্যই।** এছাড়াও এ খাতের মিলগুলো দেশের **সুতা ও বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সম্পূর্ণ পূরণ করাসহ হ্যান্ডলুমে ব্যবহৃত সুতার সম্পূর্ণ অংশই সরবরাহ করছে।** PTS'র **মিলগুলো বর্তমানে আমদানি পরিপূরক শিল্প হিসেবে পরিগণিত। এর ফলে তৈরী পোশাক রপ্তানি হতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন হয় তার সিংগভাগই (৭০ শতাংশের মতো) সাশ্রয় হয় এ খাতের মিল কর্তৃক ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক সরবরাহ করার জন্য।**

প্রিয় সাংবাবিদক ভাই ও বোনেরা,
প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক মিলগুলো ২০১০ এর সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে বর্তমানে গভীর সংকটে উপনীত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণগুলো হচ্ছে ঃ **(ক) ২০১০ সনের মার্চ-এপ্রিল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, (খ) ২০১১ এর জানুয়ারী থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের GSP Rules of Origin Criteria পরিবর্তন করে Single Stage নির্ধারণ, (গ)গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক মিলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার গড়ে ৪০ ও ৬৫ শতাংশের মতো ব্যবহার করতে না পারা এবং (ঘ) পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১১ এর মে/জুন থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার ক্রমাগত মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে সুতা, ওভেন ও নীট ফেব্রিকের আমদানি বৃদ্ধি জনিত কারণে সুতার মজুদসহ ফেব্রিকের বিপুল পরিমাণ রপ্তানি আদেশ অন্যত্র শিফ্ট হয়ে যাওয়া।**

বন্ধুগণ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুযায়ী ২০১০ এর জানুয়ারী/জুন এবং ২০১১ এর জানুয়ারী/জুন এই সময়ের মধ্যে সুতার আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২১ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে ওভেন ও নীট ফেব্রিকের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫১.১৮ ও ২৯৩.০৬ শতাংশের মতো। ওভেন ও নীট ফেব্রিক যে পরিমাণ আমদানি হয়েছে তাতে ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল হচ্ছে সুতা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য বিশেষণে দেখা যায় যে **জানুয়ারী - জুন, ২০১১ এ মোট সুতার (সুতা ও ফেব্রিক আকারে) আমদানি হয়েছে প্রায় ২৭৮ মিলিয়ন কেজি, যা ২০১০ এর একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৫% মতো বেশী । অন্যদিকে সমিতির স্পিনিং মিলগুলোতে বর্তমানে ৯০০০ কোটি টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মতো সুতা মজুদ রয়েছে। এ মজুদের জন্য সুতার উক্ত পরিমাণ আমদানিও অনেকাংশে দায়ী বলে আমরা মনে করি।**

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমি ইতোমধ্যেই চঞঝ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তা উলেস্নখ করেছি। এ প্রসংগে আপনাদের অবহিত করছি যে আমাদের প্রতিযোগি দেশ তাদের টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রীকে সংরড়্গণের জন্য **প্রয়োজনে যখন যে পদড়্গেপ নেয়া দরকার তা প্রতিনিয়ত ও তাৎড়্গনিকভাবে করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ভারত সরকার তাদের স্পিনিং মিলের তুলার অব্যাহত যোগান নিশ্চিতের জন্য তুলা রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল এবং সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের জন্য পরবর্তীতে সুতা রপ্তানিও বন্ধ করেছিল। বাস্তবতা বিবেচনা করে পরবর্তীতে তুলা ও সুতা রপ্তানির উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে নেয় এবং একই সাথে তুলা ও সুতা রপ্তানি বন্ধের কারণে তাদের ইন্ডাষ্ট্রীতে সৃষ্ট ড়্গতি পূরণের লড়্গ্যে বন্ধ থাকা Duty Exemption Pass Book (DEPB) ঋপযবসবটি পুনরায় চালু করে প্রণোদনা হিসেবে সুতা রপ্তানির উপর ৭.৬৭% বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদান করছে যা এপ্রিল, ০১, ২০১১ থেকে কার্যকর হয়েছে। (পাবলিক নোটিশ নম্বর ৬৭)**

স্থানীয় স্পিনিং ও ফেব্রিক মিলগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে সৃষ্ট। এরই প্রেড়্গিতে বিটিএমএ বিগত কয়েক মাস যাবৎ তথা বাজেট পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদড়্গেপ গ্রহণের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানিয়ে আসছে। আমরা উদ্ভুত পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকবার মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করেছি। আপনারা জানেন ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতটির সমস্যা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল আছেন, এর উপর সরকারের তীড়্গ্ন নজরদারী রয়েছে এবং এর সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদড়্গেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর মর্মে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে **সিদ্ধান্তহীনতা ও কাল ড়্গেপণের কারণে চঞঝ'র বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। PTS'র মিলগুলোর ৫০% এর মতো Capacity Utilization করতে না পারার কারণে ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যান্য গুলো অতি শ্রীঘ্রই বর্ণিত কারণে বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমরা আশংকা করছি।**

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

রমজান মাস চলছে, ঈদুল ফিতর আসন্ন। যে কোন সময় এখাতটিতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, ফলে শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন /ভাতা/মজুরী এবং বোনাস প্রদানের বিষয়টি প্রশ্ন সাপেড়্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা লড়্গ্য করে থাকবেন যে বিটিএমএ'র সদস্য মিল কর্তৃক শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন/মজুরী বোনাস প্রদান কখনো বিলম্বিত হয়নি এবং এ নিয়ে কখনো বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এবারের প্রেড়্গিত ভিন্নতর, আমরা আতংকিত। আমাদের প্রশ্ন PTS এ আর কি পরিস্থিতির সৃষ্টি সরকার তথা হলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন?

এখাতটির সাথে সংশিস্নষ্ট রয়েছে কয়েক লড়্গ লোকের রম্নটি-রম্নজির প্রশ্নটি। এছাড়াও এখাতটিকে আবর্তিত করে পরিচালিত হচ্ছে ব্যাংক, বীমা, পোর্টসহ অন্যান্য ইকোনোমিক সাইকেলগুলো । তাই আমরা মনে করি জাতীয় স্বার্থে সর্বাগ্রে PTS'র বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় এ খাতটি ধ্বংসের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের নেমে আসবে, যা অকল্পনীয়। এ পরিস্থিতি উত্তরণে আমরা আপনাদের মাধ্যমে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত পদড়্গেপগুলো গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি ঃ

১. ৫ শতাংশ বিকল্প নগদ সহায়তা বৃদ্ধি করে তা ১৫ শতাংশে নির্ধারণসহ ২০১৫ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

যৌক্তিকতা

টেক্সটাইল ও ক্লোদিং রপ্তানিতে আমাদের প্রধান প্রতিযোগি দেশ ভারত, পাকিস্থান ও চীনের রয়েছে নিজস্ব মেশিনারী, কাঁচামাল ও রং-রসায়নসহ উন্নতমানের অবকাঠামোগত সুবিধা। ফলশ্রম্নতিতে তাদের সাথে আমাদের **PTS'র** মিলগুলো প্রাথমিক অবস্থাতেই ২০-২৫% মতো Price disadvantage 'র সম্মুখীন হতো। এরই প্রেড়্গিতে সরকার উক্ত Price disadvantage দূরীকরণের মাধ্যমে **PTS** এ একটি ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রী গড়ে ওঠার জন্য সহায়তা করার লড়্গ্যে প্রাথমিকভাবে ২৫% বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদানসহ বস্ত্রখাতের ক্যাপিটেল মেশিনারী ও কতিপয় কাঁচামালকে শুল্কমুক্তভাবে আমদানির বিধান করেন। ফলে **PTS** এ ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমানে একটি সুসংগঠিত ও কার্যকর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠেছে।

সরকারের উক্ত পলিসি সাপোর্ট ও আর্থিক প্রণোদনা এবং **EU GSP'র 2- Stage Criteria** যাতে **ওভেন ফেব্রিক রপ্তানিতে ইইউতে আমাদের** ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত **১২.৫০ শতাংশ শুল্ক সুবিধা ছিল, উক্ত সুবিধার আলোকে স্থানীয় ফেব্রিক মিলগুলো ১২.৫০ শতাংশ শুল্ক সুবিধা ও পর্যায়ক্রমে হ্রাসকৃত বিকল্প নগদ সহায়তা যা বর্তমানে ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য এ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে আমাদের ফেব্রিক মিলগুলো ২০১০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনক্রমে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ফেব্রিক রপ্তানি করে আসছিল। কিন্তু ২০১১ এর জানুয়ারী থেকে EU GSP'র 2- Stage Criteria পরিবর্তন করে Single Stage নির্ধারণের কারণে ইউতে ফেব্রিক রপ্তানির ড়্গেত্রে আমাদের যে ১২.৫০ শতাংশ শুল্ক সুবিধা ছিল, পরিবর্তিত নিয়মে ইইউ জিএসপির জন্য স্থানীয় ফেব্রিক ব্যবহার বাধ্যতামূলক না থাকায় ৫ শতাংশ বিকল্প নগদ সহায়তা দিয়ে ফেব্রিক মিলগুলো উক্ত ১২.৫০ শতাংশ Price disadvantage কোনভাবেই Offset করতে পারছে না।**

এছাড়াও সম্প্রতি ভারত সরকার বিশেষ প্রণোদনা হিসেবে **Duty Exemption Passbook'র আওতায় সুতা রপ্তানির উপর ৭.৬৭ শতাংশ বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদান করছে। ফলে EU GSP'র Single Stage Criteria সৃষ্ট ১২.৫০ শতাংশ Price disadvantage'র সাথে ভারত কর্তৃক DEPB আওতায় প্রদত্ত উক্ত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হয়ে সৃষ্ট Price disadvantage এর পরিমান প্রায় ২০% এর মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিদ্যমান ৫% বিকল্প নগদ সহায়তা দিয়ে উক্ত ২০ শতাংশ Price disadvantage কোনভাবেই Offset করা সম্ভব নয়। কারণে Offset করা সম্ভব নয়। বরং EU GSP'র Single Stage Criteria'র প্রদত্ত সুবিধা আমাদের প্রতিযোগি দেশগুলো পরোক্ষভাবে ভোগ করছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি EU GSP'র Single Stage Criteria এ সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত DEPB 'র নগদ সহায়তা ৭.৬৭% এর ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান ৫% বিকল্প নগদ সহায়তা বৃদ্ধি করে তা ১৫% নির্ধারণসহ** আগামী ২০১৫ সন পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রসংগত উলেস্নখ্য যে বস্ত্রখাতে আমাদের প্রতিযোগি দেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও চীনের রয়েছে নিজস্ব মেশিনারী, কাঁচামাল ও রং-রসায়নসহ উন্নতমানের অবকাঠামোগত সুবিধা। তদসত্বেও উক্ত দেশগুলো তাদের টেক্সটাইল খাতকে আরো প্রতিযোগি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণমূলক নীতি, Supportive Policy গ্রহণসহ যখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা মোকাবেলায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে যথাপোযুক্ত পলিসি গ্রহণ করে থাকে। প্রসংগত উলেস্নখ্য যে বিগত কয়েক মাস পূর্বে **ভারত সরকার তাদের স্পিনিং মিলের তুলার অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত ও টেক্সটাইল খাতে অধিক মূল্য সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রথমে তুলা ও পরবর্তীতে সুতা রপ্তানির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতি বিবেচনায় তুলা ও সুতা রপ্তানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।**

2. **দেশীয় শিল্পের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঋধভব এঁধৎফ গবধংঁৎব হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাস্বরূপ রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ আলোকে স্থানীয়ভাবে তৈরী রপ্তানি মানের ইয়ার্ণ ও ফেব্রিক ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।**

যৌক্তিকতা

সম্প্রতি তুরস্ক সরকার তাদের টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রীকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ কতিপয় দেশের তৈরী পোশাকের উপর Anti-Dumping Duty আরোপের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রতিযোগি দেশ ভারতও সাম্প্রতিকালে তাদের তুলা রপ্তানিকারকদের তুলার উচ্চ মূল্য ও পরবর্তীতে তা হ্রাসের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে তুলা ও সুতা রপ্তানিতে ক্ষতি পূরণের জন্য নগদ সহায়তা হিসেবে বন্ধ থাকা DEPB Schemeটি প্রণোদনা হিসেবে পুনরায় ১লা এপ্রিল ২০১১ থেকে চালু করেছে। বাংলাদেশের প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টর(PTS) বর্তমানে নীট ও ওভেন পোশাক শিল্পের সুতা ও বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ শতাংশ সরবরাহে সক্ষম তা অর্জন করেছে যা স্বীকৃতও।

রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ এর অনুচ্ছেদ ৪.২৭ ও ৪.২৭.১ এ "কম্পোজিট নীট, হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিট কর্তৃক অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের জন্য বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে" মর্মে উলেস্নখ রয়েছে। যেহেতু চঞঝ নীট ও ওভেন আরএমজির প্রয়োজনীয় সুতার সিংহভাগ **সরবরাহে সক্ষমতা অর্জন** করেছে সেহেতু **আমরা মনে করি রপ্তানি নীতির উক্ত অনুচ্ছেদ দুটির আলোকে এবং দেশীয় শিল্পের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য Safe Guard Measure হিসাবে যথোপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের কাঁচামাল প্রাপ্তিতে কোন ধরণের বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না।**

3. **স্পিনিং মিল কর্তৃক উচ্চ মূল্যে তুলা ক্রয় ও পরবর্তীতে তদ্বারা তৈরী সুতা ক্ষতিগ্রস্ত মূল্যে বিক্রয়ের কারণে স্পিনিং মিলের ডড়ৎশরহম ঈধঢ়রঃধষ এ সৃষ্ট ঘাটতি এবং একইভাবে উইভিং মিল কর্তৃক উচ্চ মূল্যে সুতা ক্রয়ের মাধ্যমে তৈরী ফেব্রিক ক্ষতিগ্রস্ত মূল্যে বিক্রয়ে সৃষ্ট ঘাটতির অর্থকে Working Capital Term Loan এ Convert সহ ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য সুদমুক্ত Block Account-এ রেখে ২ বছরের Moratorium প্রদান।**

যৌক্তিকতা

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় স্পিনিং মিলগুলো উচ্চ মূল্যে বিপুল পরিমাণ তুলা ক্রয় করে । প্রসংগত উলেস্নখ্য যে ২০০৯ সনে প্রতি পাউন্ড তুলার মূল্য ছিল ৭০ সেন্ট তা ২০১০ সনের অক্টোবর মাস হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে **২০১১'র এপ্রিলে সর্বোচ্চ ২.৫২ মার্কিন ডলারে উপনীত হয়। পরবর্তী সময় হতে উক্ত তুলার প্রতি**

516-11-w-e-k

পাউন্ডের মূল্য ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.০০-১.৩০ মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে যা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। ঐ সময়ে ক্রয়কৃত তুলায় তৈরী সুতার কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ ৬.৫০ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেলেও তা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০০-৩.৫০ মার্কিন ডলার বা তারও কম, যা ২০০৯ সনের সুতার বিক্রয় মূল্যের সমানুপাতিক।

মিলগুলো তুলার বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে সুতা বিক্রয়ে বাধ্য হওয়ায় প্রতি কেজিতে ৩.০০ মার্কিন ডলারের মতো আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে বর্তমান মিলগুলোকে সুতার যে মজুদ রয়েছে তার ফলে মিলগুলো ইন্ডাস্ট্রী ২০৬'র পরিমাণ হবে প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকার মতো। আমরা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করছি যে, উক্ত সুতার মজুদ এবং Inventory Loss আমাদের অদক্ষতার জন্য হয়নি। তারল্য সংকটের কারণে বর্তমানে মিলগুলো ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। কোন কোন মিল প্রয়োজনীয় **Working Capital** এর জন্য কাঁচামাল আমদানি করতে পরছে না।
এ সমস্যা দুরীকরণের জন্য সংশিস্নষ্ট স্পিনিং মিল কর্তৃক উচ্চ মূল্যে তুলা ক্রয় ও পরবর্তীতে তদ্বারা তৈরী সুতা ক্ষতিগ্রস্থ মূল্যে বিক্রয়ের কারণে **মিলের Working Capital-G সৃষ্ট ঘাটতি এবং একইভাবে উইভিং মিল কর্তৃক উচ্চ মূল্যে সুতা ক্রয়ের মাধ্যমে তৈরী ফেব্রিক, ক্ষতিগ্রস্থ মূল্যে রপ্তানিতে সৃষ্ট আর্থিক ঘাটতিকে Working Capital Term Loan এ convert করে তা সুদমুক্ত Block Account-এ রেখে ২ বছরের Moratorium প্রদান করা অত্যাবশ্যক।**

৪. পণ্যের বহুমুখীকরণ উৎসাহিত ও তুলার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্য পলিয়েষ্টার ও ভিসকস ষ্ট্যাপল ফাইবার এবং এক্রেলিক টো'র শুল্ক ও কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে পলিয়েষ্টার ও ভিসকস তৈরী হয় না। এর সম্পূর্ণই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। পলিয়েষ্টার ও ভিসকস, এক্রেলিক টো দ্বারা তৈরী সুতায় প্রস্তুতকৃত তৈরী পোশাক ও স্যুয়েটারের ৯০ শতাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। ফলে উচ্চহারে শুল্ক ও কর ধার্য্য থাকায় সুতার উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তুলার বাজার অস্থিতিশীল। এরই প্রেক্ষিতে স্পিনিং মিল পলিয়েষ্টার ও ভিসকস ষ্ট্যাপল ফাইবার, এক্রেলিক টো দ্বারা অধিক মাত্রায় সুতা উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করেছে। বর্তমানে উক্ত ফাইবার দ্বারা তৈরী বস্ত্র সামগ্রীর ব্যবহার কটন সুতায় তৈরী ওভেন সামগ্রীর প্রায় সমান। এছাড়াও উক্ত ফাইবার দ্বারা তৈরী সুতায় প্রস্তুত বস্ত্র সামগ্রীর চাহিদা স্থানীয়ভাবেও বৃদ্ধি পেয়েছে। **সরকার পণ্যের Product Diversification এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা মনে করি উক্ত ফাইবারসমূহের উপর হতে শুল্ক ও কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হলে Product Diversification সহ রপ্তানিতেও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।**

5. **ব্যাংক ঋণের সুদের হার Single Digit এ নির্ধারণ।**

যৌক্তিকতা

প্রাইমারী টেক্সটাইল সেক্টরের মিলগুলো ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ। এ খাতের মিল স্থাপন ব্যাংক অর্থায়ন ব্যতীত প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অত্যাধিক । বিদ্যমান ব্যাংক সুদের হারের মাধ্যমে স্থাপিত কোন টেক্সটাইল বা অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কোনভাবেই প্রতিযোগিতায় করতে সক্ষম হবে না। বিদ্যমান সুদের মধ্যমে শিল্প স্থাপন এবং তার তৈরী পণ্য কোনক্রমেই প্রতিযোগিতামূলক ও ভায়াবল হয় না। বস্ত্রখাতে আমাদের প্রতিযোগি দেশের সুদের হার সহনীয় পর্যায়ে ধার্য্য রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার প্রতিযোগিতা দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।